The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 67-77
ISSN 2306-3920, DOI :

সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক রীতির কাহিনি সমাপনের নাট্যঅঙ্গ : অন্তিমভটিমা

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান (আনন জামান)*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলা নাটক অনুশীলন ও প্রয়োগের সু-প্রাচীন ইতিহাস থাকলেও রচনার কোন সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র বা রূপরেখা বিষয়ক গ্রন্থ নেই। নাটকের উদ্ভব সংক্রান্ত একটি বিভ্রান্তিকর প্রচলিত ইতিহাসকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাঙালির সভূমিজ নাট্য রচনারীতি বিকাশের মুখ্য প্রতিবন্ধকতা হলো লিয়েবেদেফের (১৭৯৫) নাট্যচর্চাকে বাংলা নাটকের উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা। লিয়েবেদেফের বেঙলি থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত *কাল্পনিক সংবদল* কে উদ্ভব সংক্রান্ত উৎসসূচকতা নির্ণয় করে বাংলা নাটকের বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাসের প্রচল তৈরি হয়। এর সব চেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে বাংলা নাটকের রচনারীতি, চর্চা ও অনুশীলনে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলের অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের 'মধ্যখণ্ডণ' নামে চিহ্নিত করেছেন। উল্লিখিত মধ্যখণ্ডণ থেকে সেলিম আল দীনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের রচনারীতি ও নাট্য উপাদান বিচারে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুবর্তী। কোন কোন নাটক সর্বাংশে আবার কোন কোন নাটক অংশ বিশেষে। আবার সেলিম আল দীনের নাটক বাঙালির নাট্য উপাদানজাত গবেষণালব্ধ নাটক হলেও তিনি রচনার পূর্ণাঙ্গ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেননি। এক্ষেত্রে গবেষকদের অবলম্বনের মাধ্যম সেলিম আল দীনের নাটক, নাট্যতত্ত্ব, সাক্ষাতকার, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের উপর। সেলিম আল দীনের নাটক পরিলক্ষণ করে আধুনিক বর্ণনাত্মক নাটকের কাহিনি সমাপনের অঙ্গ হিসেবে 'অন্তিমভটিমা'কে চিহ্নিত করা যায়। কোন কোন নাটকে তিনি সরাসরি অন্ত অংশকে 'অন্তিমভটিমা' পরিভাষা শিরোনামে রচিত করেছেন আবার কোন কোন নাটক ভিন্ন শিরোনাম কিন্তু অন্তিমভটিমার লক্ষণযুক্ত। বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি মুখ্য অভিপ্রায় সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক নাটকের কাহিনি সমাপনের অঙ্গ হিসেবে অন্তিমভটিমা প্রয়োগের যৌক্তিক ভিত্তি অন্বেষণ।]

মুখ্য শব্দ : অন্তিমভটিমা, পরিশিষ্ট, ইতি, অন্তপর্ব, স্বস্তিবচন, স্বস্তিসংগীত।

সেলিম আল দীন কাহিনি সমাপন নিমিত্ত বর্ণনা ও সংগীতের শিরোনাম হিসেবে পরিশিষ্ট, অন্তিমভটিমা, স্বস্তিবচন, স্বস্তিসংগীত ইত্যাদি অভিধা ব্যবহার করেছেন। তিনি নাটক সমাপনে 'ইতি' শব্দটি অধিকতর ব্যবহার করেছেন। 'ইতি'র সঙ্গে নাটকের নাম, সময়, নিজের নাম, কখনো কখনো স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'ইতি' কাহিনি সমাপনের চিহ্নিতকরণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি

---

* **ড. মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (আনন জামান)** : অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নাটকের স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় না। আধুনিক বাংলা অভিধানে 'ইতি'র অর্থ শেষ, খতম, অবসান, রফা, চিঠির শেষে ব্যবহৃত সমাপ্তিসূচক শব্দ, সমাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখ আছে। (চৌধুরী, ২০১৬, পৃ. ১৮১)। তাই 'ইতি' শব্দটি অন্যান্য শিল্প প্রকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। ইতি শব্দটি নাটকের জন্য কোনো নির্ধারিত নাট্য পরিভাষা নয়। 'পরিশিষ্ট' শব্দটির ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। অপরদিকে সেলিম আল দীনের নাটকে 'স্বস্তিবচন' বা 'স্বস্তি সংগীত' অন্তিমভটিমার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে *ধাবমান* নাটকে। তাই আমরা নাটক সমাপনের পদ্ধতির শিরোনাম বা অঙ্গ হিসেবে সেলিম আল দীন ব্যবহৃত রীতি বা শব্দগুলো থেকে 'অন্তিমভটিমা'কে নির্বাচন করতে পারি।

অন্তিমভটিমা পরিভাষাটি আধুনিক বর্ণনাত্মক নাটকে আহৃত হয়েছে অসমীয় লীলানাট্য থেকে। অসমীয় লীলানাট্যের শেষে দেবতা ও সভাজনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশস্তিবচনই অন্তিমভটিমা নামে অভিহিত। এ শ্রেণির লীলানাট্য উত্তরকালে অঙ্কিয়া নাট্য নামে পরিচিত ছিল।(আল দীন,২০১০, পৃ. ৫৫৩)। মধ্যযুগের অসমীয় ভক্তিবাদী ধারার সাধক ও নাট্যকার শঙ্কর দেব রচিত কৃষ্ণকেন্দ্রিক কাহিনি আশ্রয়ে রচিত *কালিয়াদমনে* 'অন্তিমভটিমা'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। *কালিয়াদমনে* অন্তিমভটিমা কাহিনির সমাপন চিহ্নিতকরণ নাট্যঅঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। সেখানে নাটকের শুরু এবং শেষের নাট্যনির্দেশ হিসেবে প্রারম্ভিক ও অন্তিম অভিধার সাথে ভটিমা যুক্ত হয়ে নাট্য সংক্রান্ত নির্দেশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। *কালিয়াদমনে* প্রারম্ভিক ভটিমার ব্যবহার নিম্নরূপ :

১. **প্রারম্ভিক ভটিমা**

সোহি কৃষ্ণক উহি নাটক
উৎপাটক পাতক-মূল। (আল দীন, ২০১০ক, পৃ. ১৩)।

২. **অন্তিম ভটিমা**

কালিয়াদমন উহি বর নাটক
শঙ্কর হরি গুন গান। (আল দীন, ২০১০খ, পৃ. ১৪)।

শঙ্করদেবের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে পদের নিচে প্রারম্ভিক ভটিমা ও অন্তিমভটিমা হিসেবে নাট্য সংক্রান্ত নির্দেশনা চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বর্ণনাত্মক নাটকে সেলিম আল দীন আখ্যান সমাপনের স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসেবে অন্তিমভটিমা পরিভাষাটি অধিকতর ব্যবহার করেছেন। *বনপাংশুল*, *নিমজ্জন* ও *ধাবমান* নাটকে আখ্যান সমাপ্ত হয়েছে 'অন্তিমভটিমা' শিরোনামে। অন্যান্য নাটকে অন্তিমভটিমা শিরোনাম না থাকলেও বৈশিষ্ট্য বিচারে একই নাট্যঅঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আখ্যান বিন্যাসে অন্তিমভটিমার ভূমিকা অন্বেষণে পথিকৃত নাট্যকার হিসেবে সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক নাটক প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিসীমা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

অন্তর্জালের অসমীয় উইকিপিডিয়া সূত্র মোতাবেক, ভটিমা হলো জগতগুরু শঙ্করদেবকে নিবেদিত গুণ–বর্ণনা বা স্তুতিবিষয়ক এক শ্রেণির সংগীত। ভটিমা মানে স্তুতি বা প্রশস্তি। ভাট নামক গায়কসকলের পরিবেশন করা ভক্তিমূলক গীতসমূহকে ভটিমা বলে। ভটিমাসমূহ সামান্যতম সুরে গীত হলেও, সম্পূর্ণ গীতধর্মী নয়। সেলিম আল দীনের নাটকের অন্তিমভটিমাও সকল ক্ষেত্রে সংগীতাত্মক নয় বরং বর্ণনা, সংলাপ ও সংগীতের সমন্বয়েই তাঁর নাটকে অন্তিমভটিমা রচিত হয়েছে।

শকুন্তলা নাটকটি শেষ হয়েছে সূত্রধার চরিত্রটির ঘোষণার মধ্য দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত সূত্রধারের সংলাপটি নিম্নরূপঃ

> সূত্রধার। সুধীমণ্ডলী। দৃশ্যকাব্য শকুন্তলা অভিনয় এখানেই শেষ হলো। (আল দীন, ২০০৬, পৃ. ৭৯)।

উপর্যুক্ত সংলাপে স্পষ্টতই *শকুন্তলা* নাটকের সমাপন ঘোষিত হয়েছে সূত্রধার কর্তৃক। সংলাপের নিচে 'সমাপ্ত' ও 'সন ১৯৭৭' উল্লেখ করা আছে। সূত্রধারের মাধ্যমে *শকুন্তলা* নাটকের কাহিনির সূত্রপাত, বিকাশ ও পরিণতির যোগসূত্র রচিত হয়েছে। সেলিম আল দীন *কিত্তনখোলা* নাটক থেকে 'ইতি' শব্দের সাথে নাটকের 'অধ্যায়' বা 'নাটকের নাম' যুক্ত করে নাটক সমাপনের রীতি নিরীক্ষণ করেন। সোনাইয়ের পেশাগত রূপান্তরের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তের পর 'ইতি– নবম সর্গ কিত্তনখোলা' লিখে নাটক সমাপিত হয়েছে। *শকুন্তলা*র মতো এখানেও 'সমাপ্ত' ও 'সন ১৯৭৮–৮০' উল্লিখিত হয়েছে। তবে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেলিম আল দীন প্রতিটি অধ্যায় শেষে 'ইতি' শব্দের সাথে অধ্যায়ের নাম যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ সেলিম আল দীন নাটকের পরিণতি বা সমাপন চিহ্নিতকরণ নিমিত্ত যে অঙ্গের অন্বেষণ বা নব নির্মাণ নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, *কিত্তনখোলা*তে সেখানে পৌঁছাননি। বরং *কেরামতমঙ্গল* সংলাপাত্মক বর্ণনামূলক নাটক হলেও কাহিনির শেষ চিহ্নিতকরণ অঙ্গ হিসেবে অন্তিমভটিমার লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়। *কেরামতমঙ্গলের* 'পরিশিষ্ট' শিরোনামের অন্তিমভটিমাটি নিম্নরূপঃ

পরিশিষ্ট

ক. কেরামতমঙ্গল নাটকের সমাপ্তি এখানেই। সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী এই নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কল্যাণ হোক। পুণ্য হোক। যে এই নাটক দেখে সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায় অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানবজনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক–দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়। *কেরামতমঙ্গল* পাঠে যে তা দর্শনে আগ্রহী হয় না তার নিশীথে রাত্রির আকাশ হোক নক্ষত্রবিহীন। আর যে *কেরামতমঙ্গল* নাটক– কোরানে ঈশ্বর বর্ণিত সপ্ত দোখজের সপ্তবর্ণ অগ্নি আপনার প্রতি লোমকূপে অনুভব না করেই অভিনয় নিমিত্ত মঞ্চে অবতীর্ণ হয়– সে অভিশপ্ত। অভিশপ্ত।

খ. এই নাটকের রচয়িতা কোরানের দোজখ বর্ণনাকে তার অতুলনীয় ভয়াবহ চিত্রকল্পের স্রষ্টাকে প্রণাম জানায়। এই নাটকের রচয়িতা– আভূমি প্রণাম জানায় বাংলা কাব্যের মধ্যযুগের মহান কবিদের। এই নাটকের রচয়িতা– মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের প্রণাম করে।

এই নাটকের রচয়িতা– সন্ত কবি দান্তেকে প্রণাম জানায়।
এই নাটকের রচয়িতা– লাঞ্ছিত যীশুর ক্রুশ কাঠকে প্রণাম জানায়।

ইতি – পরিশিষ্ট ক, খ
ইতি – কেরামতমঙ্গল নাটক।(আল দীন, ২০০৬ক, পৃ. ৩০৭)।

উপর্যুক্ত 'পরিশিষ্ট' শিরোনামে রচিত অন্তিমভটিমাটিতে নাটকের সমাপ্তিসূচক বর্ণনা সংযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি পূর্বজ কবিগণের প্রশস্তি রচিত হয়েছে। লক্ষণ বিচারে দেখা যায় লীলানাট্যের অন্তিমভটিমায় দেবতা ও সভাজনদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রশস্তিবচন সংযুক্ত থাকতো। কিন্তু *কেরামতমঙ্গলে* পূর্বজ কবিগণের প্রশস্তিবচন যুক্ত আছে– যা অধিকতর বন্দনার লক্ষণযুক্ত। *কেরামতমঙ্গলের* শেষাংশ দৃষ্টে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, সেলিম আল দীন অসমীয় অঙ্কিয়া লীলানাট্যের অন্তিমভটিমা রীতির অনুসরণ করতে চাননি। বরং নবতর বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কল্যাণ ও পুণ্য কামনা করেছেন। নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কি কি করণীয়, তা তিনি উল্লেখ করেছেন 'অন্তিমভটিমা'য়।

নাটক পাঠ করে তা দেখতে আগ্রহী না হলে, পাঠকদের রাতের আকাশ 'নক্ষত্রবিহীন' হবে তিনি উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, অভিনেতাদের প্রতি তার নির্দেশনাও যুক্ত হয়েছে অন্তিমভটিমায়। নাটকের বিষয় সংশ্লিষ্ট অনুভূতি অনুভব না করে মঞ্চে অবতীর্ণ হলে, অভিনেতাগণ অভিশপ্ত হবে বলে রচয়িতা নির্দেশ সংযুক্ত করেছেন। পরিশিষ্টের 'খ' অংশে স্রষ্টা, মধ্যযুগের কবিগণ, *মনসামঙ্গল* ও *চণ্ডীমঙ্গলের* কবি, দান্তে ও যিশুর প্রতি তার প্রণতি রচিত হয়েছে। যথারীতি 'পরিশিষ্ট' নামক অধ্যায়টি 'ইতি' শব্দটি অধ্যায়ের নামের সাথে যুক্ত করে সমাপিত হয়েছে। আর নাটক শেষ হওয়ার চিহ্নিতকরণ নিমিত্ত 'ইতি' শব্দের সাথে নাটকের নাম যুক্ত হয়েছে।

হাত হদাই নাটকের সমাপনে অন্তিমভটিমা ব্যবহৃত হয়নি। এ নাটকে জোয়ার ভাটার সময় উল্লেখপূর্বক দৃশ্য বা অধ্যায় বিভাজিত হয়েছে, সমাপ্তও হয়েছে একই রীতিতেই। 'জোয়ার আরম্ভ শুক্কপক্ষ সপ্তমী' শিরোনামে দুই লাইনে চরিত্রের নাম ও ক্রিয়ার বিবৃতি এবং দুই লাইনের সংগীতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে *হাত হদাই*। এখানে 'ইতি' শব্দের সংযুক্ততা পরিহৃত হয়েছে।

চাকা, *যৈবতী কন্যার মন* এবং *হরগজ* নাটকের সমাপন রচনাতে পুনরায় 'ইতি' শব্দের সাথে নাটকের নাম যুক্ত হবার রীতি লভ্য হয়। তবে এখানে নাটকের নামের সাথে নাটকের শ্রেণিকরণের নামও যুক্ত হয়েছে। *চাকা* ও *হরগজ* নাটকের শেষাংশে সরাসরি অন্তিমভটিমা নয় তবে বর্ণনাতে অন্তিমভটিমার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত দু'টি উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. গাড়োয়ান গামছায় মুখ মুছে নেয় * চল ভাই॥ নির্মেঘ আকাশে চাঁদের উদয়কালের লালচে আভা তখনও মিলায়নি * হলাঙ্গা ফকিরের বীর্যবান ষাঁড়েদের গলায় পেতলের ঘুন্টিধ্বনি মিলায় দূরে দীর্ঘ পথের বাঁকে * চাকাদ্বয় নিশ্চুপ কাঁদেনা আর ঝিঝিরা গান ধরেছে * দিল সোহাগীর বিলে যেতে যেতে গায়ক শুকুরচান যে গান গাইবে নিশ্চিতই থাকবে তাতে চিলিমারি বন্দরের নাম।

   ইতি
   তৃতীয় লম্বক চাকা কথানাট্য
   রচনা ১৭ এপ্রিল ১৯৯০
   জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
   সাভার, ঢাকা। (আল দীন, ২০০৯, পৃ. ১৬১)।

২. এক ঝাঁক শেয়াল আবিদের দিকে ছুটে আসে। আকাশে চাঁদের চোয়াল তারই মিনমিনে আলোতে হিংস্র দাঁত দেখা যায় কালের মহাকালের। হরগজের আকাশে উড়ে আসে ত্রাণের সম্বল নিয়ে হেলিকপ্টার। দূরে সাইরেন শোনা যায়।

   ইতি হরগজ নাম কথানাট্য
   জানুয়ারী ত্রিশ
   উনিশ শ বিরানব্বই।(আল দীন, ২০০৯খ, পৃ. ৩১০)।

উপর্যুক্ত নাটকের কাহিনি সমাপন পদ্ধতির দু'টি দৃষ্টান্ত 'ইতি' শব্দের সাথে নাট্যকারের নাম যুক্ত হলেও বর্ণনায় কিছুটা অন্তিমভটিমার লক্ষণ দেখা যায়। *চাকা* নাটকের উল্লিখিত বর্ণনা কাহিনির সমাপন সূচকতার সাথে চাকার কান্নার শব্দ বন্ধ হবার প্রসঙ্গ, ঝিঁঝিঁদের গানের কথা, শুকুরচানের চিলিমারি বন্দরের নামযুক্ত সংগীত গীত হবার প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে যা অন্তিমভটিমার স্বস্তিবচনের নামান্তর। *যৈবতী কন্যার মন* নাটক সমাপিত হয়েছে পরীর মৃত্যুর অতিলৌকিক আবহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। সেখানে 'ইতি' শব্দের সাথে নাটকের নাম যুক্ত হয়ে কাহিনি সমাপিত হয়েছে। *হরগজ* নাটকের সংক্ষিপ্ত সমাপন সূচক বর্ণনায় দৃষ্ট হয়, ত্রাণের হেলিকপ্টারে দুর্গতদের জন্য নানারূপ সম্বল আসার প্রসঙ্গ উল্লেখের

মাধ্যমে, যার সাথে অন্তিমভটিমার স্বস্তিবচনের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। *চাকা* নাটকের শেষে 'ইতি' শব্দের সাথে 'নাটকের নাম' যুক্ত করার পাশাপাশি সন, তারিখ ও স্থান বা ঠিকানা উল্লিখিত হয়েছে।

সেলিম আল দীন সরাসরি নাটকের অঙ্গ বা উপাদান বা শিরোনাম হিসেবে 'অন্তিমভটিমা'র নিরীক্ষণ করেন *বনপাংশুল* নাটকের কাহিনির অন্তে। 'অন্তিমভটিমা'র গড়ন বুঝতে ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ অংশ নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

> অন্তিম ভটিমা
>
> রাগ ভৈরবী
>
> মান্দাই বনের ওই দিকে দক্ষিণ পুবের বাতাস বয়ে আনে আষাঢ়ের শ্যামবর্ণ রঙ। আকাশ ছেয়ে যায় কালো জাম নিংড়ানো রসবতী মেঘে। গজারি বনের আয়তন কমে আসে তবু তারই বিপরীতে বৃক্ষের শীর্ষদেশের পীতাভ পাতারা মেঘের রঙকে আরও এক গাঢ়তা দান করে॥
>
> সুকির গর্ভে ধর্ষণের ভ্রুণ পাপ পুণ্যের ধার ধারে না মোটেই। মানবিক নিয়মে সে বেড়ে উঠে। সুকির গর্ভেই কালো মেঘের কাজল পরে নেয় আরেক বনপাংশুল। সে আসবে॥
>
> অনিল কোচ সুকিকে আঁকড়ে ধরে॥
>
> অনিলের বুকে মাথা রেখে সুকি ম্লান হাসে॥
>
> – আমার হাতে পূঁইজার দরাত আর বসব না গ॥
>
> – ক্যান। তুমার পুরা শরীলটাইনা বাখর গ। আমার এই বুকটার ভিতর দরা বসাবা নিরন্তর॥
>
> ভাবে অনিল থাইক না শিবের কৃত্য পূজা। শিব যারে রক্ষা করে নাই অনিল তারে নিজ হাতে গড়া গৃহমন্দিরে এনেছে। সুকিকে বলে অনিল। কেরা কইছে তুমার হাতে পূইজার দরা বসব না। এত যুদ্ধ মরণ আগুন ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজের রচন পদ পরায় বহন করছি পুড়ে নাই মনে নাই ক্ষয় হয় নাই তার। তবে তুমার হাতের দরা নষ্ট হব ক্যান॥
>
> সুকি চমকে উঠে এ কথায়। কবির বুকের উপর নিজের বুকের ভর রেখে তার দিকে চেয়ে থাকা নির্নিমেষ দুই চোখের ভিতর তাকায় সুকি॥
>
> ছোট দুইটা ছায়াবিন্দু অনিলের স্বচ্ছ চোখের ভিতর। সে ত সুকিরই ছায়া না তার দুই হাতে আঁকা গুছিয়ালের উল্কি মুছে নাই॥
>
> ইতি
>
> সেলিম আল দীনকৃত
>
> বনপাংশুল
>
> রচনা সমাপ্তি ১৩ মে ১৯৯৭ ইং দিবাগত রাত্রি ২–২৫ মিনিট। (আল দীন, ২০১০গ, পৃ. ৫২২-৫৫৩)।

উপর্যুক্ত 'অন্তিমভটিমা' অংশে বর্ণনা ও সংলাপের সাধারণ প্রয়োগ হলেও স্বস্তি বা প্রশস্তি বা কাহিনির আনন্দদায়ক মিলনাত্মক পরিণতি সূচক ঘটনার সংযুক্ততা দৃশ্যমান হয়। উপর্যুক্ত অন্তিমভটিমায় বক্ষ্যমাণ গবেষণার গবেষককৃত স্বস্তিদায়ক বর্ণনার বিষয় বা বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

ক. বর্ণনায় সংযুক্ত হয়েছে দক্ষিণ আর পূর্বের বাতাস আষাঢ়ের শ্যাম বর্ণ বয়ে আনে। দক্ষিণ আর পূর্বের বাতাস বয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ সাহিত্য বা নাট্য প্রকরণে প্রশান্তি বা সমৃদ্ধতার প্রসঙ্গ ইতিবাচকতার প্রকাশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. আকাশে ছেয়ে যাওয়া মেঘের পরিস্ফুটতা প্রসঙ্গে কালো জামের নিংড়ানো রসবতী মেঘের কথা বলা হয়েছে, যা ফসলের জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. সুকি ভূমি লোভী বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছিলো। বর্ণনাতে উল্লিখিত হয়েছে এ ভ্রুণ পাপ–পুণ্যের ধার ধারে না, সহজাত নিয়মেই সে বেড়ে উঠে 'সুকির গর্ভেই কালো মেঘের কাজল পরে নেয় আরেক বনপাংশুল' এভাবে সুকির ভ্রুণ পৃথিবীতে আসার মাঙ্গলিক উপমায় সংযুক্ত হয়েছে, যা পাঠক–দর্শকদের মনোজগতে স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

ঘ. অনিল কোচ ও সুকির মিলনাত্মক পরিণয়ের দৃশ্যমানতা।

ঙ. ধর্ষিতা বলে সুকির হাতে কৃত্যের দরা বসবে না, সুকির এ জাতীয় কথায় অনিল কোচের স্বস্তিদায়ক প্রতি উত্তর লভ্য হয়। অনিল তার সংলাপে যুক্তির মাধ্যমে সুকিকে বুঝিয়ে দেয়, সুকির হাতেই কৃত্যের দরা উপযুক্ততা পাবে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হয়, 'অন্তিমভটিমা'র অংশটুকু কাহিনি নির্মাণের সাধারণ বর্ণনা ও সংলাপের মতো হলেও, প্রতিটি বর্ণনা ও সংলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য কাহিনির সমাপন সূচকতা। তাই *বনপাংশুল* নাটকে নিরীক্ষিত অংশটিকে অন্তিমভটিমার সেলিম আল দীনকৃত নবগঠন বলা যেতে পারে।

প্রাচ্য নাটকের সমাপনের বর্ণনা ও সংলাপাংশ 'অন্তপর্ব' শিরোনামে ধৃত হলেও, তাতে আধুনিক অন্তিমভটিমার পরিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। সয়ফর দিন–রাত ব্যাপ্ত সময় ধরে যে সাপটিকে হত্যা করার জন্য সুড়ঙ্গ খনন করেছে, অবশেষে তার মুখোমুখি হয়। এখানে সাপের সৌন্দর্য বর্ণনা অন্তিমভটিমার স্বস্তিবচনের সমান্তরাল হয়ে উঠে। ভোরের রাঙা মেঘাবলি বিচিত্রিত কমলা বর্ণের ফণা দেখে আকস্মিক সয়ফরের ভ্রম হয়। সে ভুলে যায় কেন সাপটিকে হত্যা করতে হবে।

সাপ ও সয়ফরের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় দাদি। বাস্তুসাপ হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাই প্রচলিত বিশ্বাসে সে সয়ফরকে বাঁধা দেয় এবং সাপটিকে চলে যাবার সুযোগ করে দেয়। আমরা সমাপনমূলক বর্ণনায় দেখতে পাই, "সৌন্দর্য ভয় ও রহস্য সবার অন্তরে সম্ভ্রম জাগায়। হত্যা ভুলে যায় তারা। সবাই অপলক সেদিকে তাকিয়ে থাকে।– ইতি সেলিম আল দীন রচিত প্রাচ্য।"(আল দীন, ২০১১, পৃ. ১০৩)। সমাপনমূলক বর্ণনায় 'সম্ভ্রম তৈরি', 'হত্যা ভুলে যাওয়া', 'অপলক তাকিয়ে থাকা' ইত্যাদি বিষয় অন্তিমভটিমার স্বস্তিবচনের নামান্তর। তবে এখানেও 'ইতি' শব্দের সাথে নাট্যকার ও নাটকের নাম যুক্ত হয়ে নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

নিমজ্জন নাটকের কাহিনি সমাপনে নাট্য উপাদান বা অঙ্গ হিসেবে 'অন্তিমভটিমা' শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর লক্ষণসমূহও 'অন্তিমভটিমা'র অন্তর্গত। *নিমজ্জনের* অন্তিমভটিমার নবতর গঠনের লক্ষণবিচারে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নে বিষয়াংশ উপস্থাপিত হলোঃ

অন্তিমভটিমা

তখন আকাশের বিশাল বৃত্তজুড়ে এই ভুবনে সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে। সৌরলোক উৎকীর্ণ একটি সন্ধ্যাতারার আলো এসে পড়ে তাদের চোখেমুখে * ললাটে * ভ্রুবিন্দুতে। আগন্তুক ও কায়াছায়ার সঙ্গীরা পশ্চিমমুখা হাঁটুগেড়ে বসে * দুহাত উর্ধ্বে তুলে * নিমজ্জিত নগরী পিঠপিছন রেখে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করে। তৎপর প্রাবৃট ছায়া থেকে একটি দুটি তারা আকাশে ফুটে উঠতে থাকলে হয়তো আকাশ থেকে এই বাণী রৌদ্ররসে উচ্চারিত হয় *

> কিংবা তা আগন্তুক ও তার সঙ্গীদের সম্মিলিত স্তোত্র পাঠ যা মর্ত ও অমর্তমণ্ডল স্পর্শ করে * : তোমার সম্মুখে অনন্ত মুক্তির অনিঃশেষ ছায়াপথ * তোমার দুই হাতেই তো ধরা ওই দূর নীলাভ্রের ছত্রদণ্ড * দুইকানে কালাকালের বিস্তারিত সমুদ্রের উদ্বেলিত আহ্বান * পাঠ করো নতুন কালের গ্রন্থ। চলো মানুষ। চলো মানুষ * যুগযুগান্তরের দিগন্তরেখা ভেদ করো। বিকীর্ণ ঊষালোকে তোমাদের সমবেত যাত্রা। দেশকাল ভূগোল ভেদকারী দিব্য মানবলোকে। সে যাত্রার শেষ নাই। সীমা নাই। সে কেবল চলা * চলতে থাকা * হর্ষে অপার দুঃখে মহাবিশ্বেও নাভিকেন্দ্র পৌঁছাবার অফুরন্ত অভিযাত্রা। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সৃষ্টির বীজাঙ্কুর পুঁতে দেবে। এই মর্তলোকের বৃক্ষ পুষ্পছায়াসংসর্গের স্মৃতি মনে করে বীজ পুঁতে দেবে * শুভ ভাবনার বৃক্ষ বীজ। সে বীজ তোমার মুঠায়।
>
> সেইখানে ছায়াতল সেইখানে অমর্ত্যলোকেও কৃষি। নগরে পুষ্পল উৎসব। সেইখানে মানবের সকল সঞ্চয় বাহিত হোক * ভাবনার রৌদ্রসোনা থেকে আহৃত স্বর্ণবতী ক্ষণ বহে

> নিয়ে যাও মঙ্গলে প্লুটোতে * মর্ত্য বীজ বুনে দাও গ্রহে অধিগ্রহে * বীজ বুনে দাও দূর নীলাভ্রের ছায়াপথের দুই ধারে। সৌরজগতের বলয় ছাড়িয়ে বিপুল মহাজগতের সমীপে * চলো মানুষ।
> হত্যা নয় হত্যা নয় নবাগতের শুভ চিৎকারে ভরে উঠুক সৌরলোক * গ্রহ গ্রহান্তর। সেই খানে সভ্যতা বৃক্ষছায়ার ভিতর নিমীলিত চোখে আরাধ্যের ভঙ্গিতে বসা। সেইখানে অন্তরতলে নিশীথের তারা ফোটা অগণন। সেইখানে শুভ গ্রহলোকে মানুষের মুখগুলো হত্যাকারীর চিরায়ত রেখা মুছে ফেলে আকাশউন্মুখী হবে। চলো মানুষ চলো।
> চলো নতুন ভাবনাভূমিতে নব্যকালের নিশ্চিত গ্রহভূমিতে। আলোহীন উল্কাপিণ্ডের গায়ে সংগীতের সুর লিখে দাও রাষ্ট্রহীন দেশহীন কালহীনতার আনন্দিত সর্বমানবের মিলিত উৎসবের ভাষায়। ধূমকেতুর জলন্ত পুচ্ছে ঢেলে দাও সুগন্ধের নির্যাস। চাঁদ চাষ করো। কার্পাস তুলার চাষ। সেই কার্পাসের পোশাক হোক সকল মানুষের সৌরযাত্রার বসন। চলো মানুষ।
> ইতি সেলিম আল দীনকৃত নিমজ্জন নাম কাব্য॥ (আল দীন, ২০১১ক, পৃ. ৮১)।

উপর্যুক্ত 'অন্তিমভটিমা'র বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়:

ক. বর্ণনায় মানুষের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। মানুষের সামনে অনন্ত মুক্তির ছায়াপথের কথা উল্লিখিত হবার পাশাপাশি মানুষের দুর্নিবার সামর্থ্যের উপমা সংযুক্ত হয়েছে।

খ. শুভ ভাবনার বৃক্ষ বীজ গ্রহ থেকে অধিগ্রহে ছড়িয়ে দেবার কথা সংযুক্ত হয়েছে, যা স্বস্তিবচনের নামান্তর।

গ. অন্তিমভটিমায় নগরে নগরে পুষ্পল উৎসবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বৃক্ষ বপনের এই উৎসব সৌর জগতের বলয় ছাড়িয়ে বিপুল মহাজগতে ছড়িয়ে দেবার কথা সংযুক্ত আছে, যা পাঠক–দর্শকের মনে শুভবোধের অবতারণা করে।

ঘ. হত্যার বিপরীতে নবাগতের শুভ চিৎকারের প্রসঙ্গ রচিত হয়েছে সেলিম আল দীনের 'অন্তিমভটিমা'য়। গ্রহ ও গ্রহান্তর থেকে হত্যাকারীর মুখগুলো মুছে ফেলে শুভবোধ ছড়িয়ে দেবার কথা সংযুক্ত হয়েছে, যা প্রশস্তি সংগীতের নামান্তর।

ঙ. *নিমজ্জন* নাটকের সমাপনে মানুষকে শুভ ও কল্যাণের দিকে চালিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সেলিম আল দীন। 'সংগীতের সুর', 'অনির্দিষ্ট মানুষের মিলন উৎসব', 'সুগন্ধের নির্যাস' ইত্যাদি প্রশান্তিদায়ক উপমার মাধ্যমে 'অন্তিম ভটিমা'র সর্বত্র মানুষের জয়গান রচিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রামাণ্য ও বিশ্লেষণ বিচারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, 'অন্তিমভটিমা' অসমীয় বাংলা নাটকের আখ্যান সমাপন রীতি হলেও সেলিম আল দীন তাতে নানারূপ বিষয় ও বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করে বিশ্বনাটকের সমান্তরাল নাট্য আঙ্গিকের উপাদান হিসেবে সুগঠিত করেছেন। *নিমজ্জন* নাটকের শেষ লাইনে 'ইতি' শব্দের সাথে নাটক ও নাট্যকারের নাম যুক্ত করে সমাপন করেছেন। এখানে তিনি *নিমজ্জন*কে 'কাব্য' বলে অভিহিত করেছেন।

স্বর্ণবোয়াল নাটকে 'অন্তিমভটিমা' 'পরিশিষ্ট' শিরোনামে যুক্ত হয়েছে। এখানে আখ্যানগত বিষয়ের কারণে স্বস্তিবচনের ইঙ্গিতমূলক পরিণয় থাকলেও তিরমনের মনোগত শূন্যতার প্রসঙ্গ অধিকতর উল্লিখিত হয়েছে। পরিশিষ্টটি দীর্ঘ। এতে আখ্যানের পরিণাম নির্ণয়মূলক 'বর্ণনা' ও 'সংলাপ' যুক্ত আছে। ঢোলের কাঠিতে বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জন উৎসব, কারুকাজে ভরা টুপি মাথায় নিকারিপাড়ার ঈদ উৎসব, মাছ ধরার উৎসব ইত্যাদি আনন্দমূলক উৎসবের প্রসঙ্গ আছে *স্বর্ণবোয়াল*–এর 'অন্তিম ভটিমা'য়। প্রতিমা বিসর্জনের উৎসবের মতো এক ধরনের দুঃখ ও

প্রশান্তির অন্বেষণমূলক বর্ণনা ধৃত হয়েছে সাঁঝমালার কবর ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনায়। *স্বর্ণবোয়ালের* শেষাংশ নিম্নরূপ:

> দর্শকমণ্ডলি। সেই যে বৃষ্টি নামানোর গীত। তখন চোখের জলের আরেকটা গাঙ। সেখানে কি স্বর্ণবোয়াল আছে। আছে কি না হে ঈশ্বর।
> ইতি– সেলিম আল দীন কৃত স্বর্ণবোয়াল। রচনাকাল ২৩.০২.২০০৬ থেকে ০৩. ২০০৬ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৪১৩ –সি/৪৭ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়– সাভার– ঢাকা। (আল দীন, ২০১১খ, পৃ. ৪৩০)।

উপর্যুক্ত বর্ণনায় দৃষ্ট, বৃষ্টি নামানোর গীত প্রসঙ্গটি মাঙ্গলিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলা যেতে পারে। কেননা বৃষ্টি নামানোর সাথে ফসলের সঠিক ফলন সম্পর্কযুক্ত। চোখের পানিতে আরেকটা স্বর্ণবোয়াল আছে কিনা, ঈশ্বরের কাছে এইরূপ জিজ্ঞাসা নাটকীয় অথচ নবতর কাহিনি ও শুভময়তার ইঙ্গিত বহন করে। এখানে 'ইতি' শব্দের সাথে নাটক ও নাট্যকারের নাম, রচনার ব্যপ্তিকাল, বাংলা ও ইংরেজি সন তারিখ, পূর্ণিমার নাম ও ঠিকানা যুক্ত হয়ে আখ্যান সমাপন চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধাবমান নাটকে আখ্যান সমাপনমূলক তিনটি শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত 'অন্তিমভটিমা'। দ্বিতীয়ত 'স্বস্তিবচন'। তৃতীয়ত 'এই পুস্তক পাঠ ও নাট্যরূপ দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা'। *ধাবমানের* 'অন্তিমভটিমা'র সাথে অসমীয় বাংলা অথবা সেলিম আল দীনের পূর্বকৃত নাটকের কোনো মিল নেই। এখানে অন্তিমভটিমার প্রশস্তিমূলক বা স্বস্তিদায়ক বিষয় অন্তর্হিত হয়েছে। বরং এখানে বর্ণনা ও সংলাপে সোহরাবের নাটকীয় প্রত্যাবর্তন ও বিষণ্ন হত্যাদৃশ্য সংযুক্ত হয়েছে। 'স্বস্তিবচন' শিরোনাম সংগীতের বাস্তবতা বিচারে স্বস্তিদায়ক বিষয় নেই। বরং মৃত্যুবিষয়ক পুরাণের উপস্থিতি মৃত্যু সংশ্লিষ্ট রহস্যময়তা তৈরি করেছে। সাদা সরিষা ও মৃত্যুহীন গ্রহ পাওয়া গেলে প্রাণ ফিরিয়ে দেবে বুদ্ধ এরূপ পুরাণে মহাকাব্যিক শূন্যতা সৃজিত হয়। 'অন্তিমভটিমা', 'স্বস্তি বচনে' প্রশস্তি ও প্রশস্তিমূলক বিষয় না থাকলেও 'এই পুস্তক পাঠ ও নাট্যরূপ দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা' অংশে সংগীতমূলক পদে উল্লিখিত বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

> এই পুস্তক পাঠ ও নাট্যরূপে দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা
> অনন্তর যে ধাবমান পাঠ অথবা দর্শন করে
> তার মৃত্যুকষ্ট লাঘব হোক।
> যখন আকাশে ঘনায়ে আসে
> অন্ধকারের রোমশ রাত্রি
> ধাবমানের চোখে ফুটুক
> দীপ্ত নক্ষত্রমঞ্জরি।
> আর আর যারা দিকে দিকে নিহত হয়েছে
> কৃত্যের ঔপচারিক
> আর যারা রাষ্ট্রীয় কৃত্যে
> হত্যা করে চলেছে মানুষ *
> জমাট রক্ত বিন্দুবীজ থেকে সৃজিত মানুষের স্রষ্টা
> তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক।
> সভ্যতার সকল জয়ার্থগমন
> শেষাবধি লেজের দিকে তেড়ে আসা সাপের ফণা।
> এই কাব্য নাট্যরূপে যে দর্শন করে *
> গীত করে * পাঠান্তে চিত্র জাগায় চোখে
> সে মৃত্যুকষ্ট জয়ী হোক * সে দুঃখ জয়ী হোক
> শোক পারায়ে যাক সবল পায়ে।

তদন্তর যুগে যুগে মানব ভূমিতে কীর্তিত হোক এই মহিষ গাথা। (আল দীন, ২০১২, পৃ. ১৬৭)।

উপর্যুক্ত সংগীতাত্মক বর্ণনায় *ধাবমান* পাঠ ও দর্শন করলে যে মাহাত্ম্য হবে তাই সংযুক্ত হয়েছে। *ধাবমান* পাঠ ও দর্শনে মৃত্যুকষ্ট লাঘব হবে, শোক থেকে মুক্তি পাবে, দুঃখ জয় করতে পারবে ইত্যাদি বলা হয়েছে *ধাবমানের* সমাপনমূলক সংগীতে। এ অংশটিতে সেলিম আল দীনকৃত আধুনিক অন্তিমভটিমার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে পূর্বে ব্যবহৃত নাটকের সমাপনে 'ইতি' শব্দের সাথে অন্যান্য উপাত্ত যোগ করার চলটি অন্তর্হিত হয়েছে।

পুত্র নাটক সমাপিত হয়েছে 'স্বস্তিসংগীত' রচনার মাধ্যমে 'অন্তিমভটিমা'র লক্ষণযুক্ত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে। স্বস্তিসংগীতে পরিলক্ষিত হয় আবছার নতুন গর্ভ সঞ্চারের নিমিত্ত যমুনার কূলে তার পিতার বাড়ি অভিগমনের অভিপ্রায়। 'পুনরায় শিকড় পোড়ানোর গল্প' শিরোনাম অধ্যায়ের অন্তে দৃষ্ট হয়, মৃত পুত্রের শোক ভুলতে আবছা তার গর্ভে পুনরায় মৃত পুত্রের পুনর্জন্ম কামনা করে। তবে পুত্র নয় তার মানিক যেন পুনরায় তার গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে এই প্রার্থনা করে আবছা। স্বস্তিসংগীতে 'অপূর্ব পুত্রের অন্বেষণ', 'অপূর্ব গল্প', 'অমর্ত্যলোকের আগামীর ইতিহাস' ইত্যাদি ইতিবাচক বিশ্লেষণে স্বস্তিমূলক সমাপন ধৃত হয়েছে। এখানে 'ইতি' শব্দের সাথে নাটক ও নাট্যকারের পরিচয়মূলক উপাত্ত যুক্ত হয়ে *পুত্র* নাটক সমাপিত হয়েছে।

সেলিম আল দীনের সামগ্রিক বর্ণনাত্মক নাটক পরিলক্ষণ করে গবেষককৃত 'অন্তিমভটিমা'র বৈশিষ্ট্য ও বিষয় নিম্নরূপঃ

ক. বর্ণনা, সংলাপ ও সংগীতের মাধ্যমে কাহিনির পরিণতি নির্ণয়ে সমাপন সূচকতাঃ
খ. নাটক পাঠ ও দর্শনের মাহাত্ম্যঃ
গ. ক্ষেত্র বিশেষে নাটক অভিনয়ে অভিনেতার করণীয়;
ঘ. পূর্বজ কবিগণের প্রশস্তি;
ঙ. নাট্যস্থিত দার্শনিক অভিপ্রায়ের উপস্থাপন;
চ. নাটকের পরিণাম নির্ণয়ে স্বস্তিমূলক বাক্য;
ছ. কোনো কোনো নাটকের ক্ষেত্রে সংগীত দিয়ে সমাপন;
জ. সামাজিকগণের পুণ্য ও কল্যাণ কামনামূলক বাক্য;
ঝ. কাহিনির করুণরসাত্মক পরিণতি কিন্তু শুভবোধ জাগরণমূলক বাক্যের সংযুক্তি এবং
ঞ. 'ইতি' শব্দের সাথে নাটক ও নাট্যকারের নাম, নাটক রচনার স্থান ও সময়, শিল্প প্রকরণের নাম প্রভৃতি সংযুক্ত করে সমাপনী বাক্য নির্মাণ।

অখণ্ড ভারতবর্ষের নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে ভরত ও অন্যান্য ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের নাট্যশাস্ত্র থেকে ভরতবাক্য বা প্রশস্তি বচনের উপাদান বাংলা নাটক বা অসমীয় অঙ্কিয়া বা লীলানাট্যের অন্তিমভটিমায় সংযুক্ত রয়েছে। কেননা সংস্কৃত নাটকের সমাপনে ভরতবাক্য বা স্বস্তিবচনের ব্যবহার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিলো। এ্যারিস্টটল *The Poectics* গ্রন্থে উল্লেখ করেন ট্রাজেডির শেষে কোরাস কর্তৃক সমাপনমূলক সংগীতের সংযোজন ছিলো।

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকে কাহিনি পরিবাহনের মুখ্য বাহক ছিলো সংগীত। সংগীতের মাধ্যমে কাহিনির সূত্রপাত, বিকাশ ও সমাপন রচিত হতো। 'অন্তিমভটিমা'র প্রশস্তি ও স্বস্তিদায়ক বাক্যের সমান্তরাল সংগীত ঐতিহ্যবাহী নাটকের শেষে সংযুক্ত ছিলো। এখনো বিচারগান, গাজিরগান প্রভৃতি পালার শেষে গায়েনকে উপস্থিত সুধীজনদের প্রশংসাগীত তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশন করতে দেখা যায়। সেলিম আল দীন তার নাটকের অন্তিম ভটিমা রচনায় প্রচলিত নাট্য উপাদান ব্যবহার করলেও

কাহিনির সমাপনসূচকতা নির্ণয়ে নাটক পাঠ ও দর্শনের মাহাত্ম্য, সামাজিকগণের পুণ্য ও কল্যাণ কামনামূলক বাক্য, স্বস্তিদায়ক বাক্য, শুভবোধের উদ্রেকমূলক বাক্য, দার্শনিক অভিপ্রায় প্রভৃতি সংযুক্তকরণের মাধ্যমে নবতর বৈশিষ্ট্যে বিন্যাস করেছেন।

সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক নাটক বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, প্রতিটি নাটকের কাহিনি সমাপিত হয়েছে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। যা পাঠক শ্রোতার মনে স্বস্তি বা শুভ বোধের সঞ্চার করে। তিনটি নাটকের শেষে এরূপ অংশ 'অন্তিমভটিমা' নামক পরিভাষা কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে। আবার যে নাটকগুলো পরিশিষ্ট বা অন্য পরিভাষা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে – সেগুলোও অন্তিমভটিমার পরিধি ও বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত। তাই সেলিম আল দীনের কাহিনি সমাপনের অঙ্গ হিসেবে 'অন্তিমভটিমা' পরিভাষাই অধিকতর যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, জামিল (২০১৬), আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১০) সেলিম আল দীন সমগ্র-৫, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১০ ক) সেলিম আল দীন সমগ্র-৫, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১০ খ) সেলিম আল দীন সমগ্র-৫, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০৬) সেলিম আল দীন সমগ্র-২, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০৬ ক) সেলিম আল দীন সমগ্র-২, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০৯) সেলিম আল দীন সমগ্র-৪, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০৯ ক) সেলিম আল দীন সমগ্র-৪, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১০ গ) সেলিম আল দীন সমগ্র-৫, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১১) সেলিম আল দীন সমগ্র-৬, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১১ ক) সেলিম আল দীন সমগ্র-৬, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১১ খ) সেলিম আল দীন সমগ্র-৬, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০১২) সেলিম আল দীন সমগ্র-১২, (সম্পাদক : সাইমন জাকারিয়া) মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

নাট্যঅঙ্গ : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নাটকের অঙ্গ হিসেবে অন্তিমভটিমাকে চিহ্নিত করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। আখ্যানের পরিণতি প্রতিটি নাটকের অনিবার্য বিষয়। অধ্যাবধি বাংলা নাটক রচনার সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাকরণ রচিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ লিয়েবেদেফের সময় থেকে চর্চিত পাশ্চাত্য নাট্যরীতির আশ্রয়ে রচিত নাট্যচর্চাকে বাংলা নাটকের উৎসমূল ধরে নেয়া।

বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতি থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যরীতির নাটকের চল হয়েছিল – নাটকের উদ্ভব সংক্রান্ত ভুল ইতিহাস প্রচলনের কারণে। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের রচনারীতিতে 'বন্দনা' ও 'অন্তিমভটিমা' দুটি সহজাত নাট্যঅঙ্গ।

এ্যারিস্টটল যেমন ট্রাজেডির ছয়টি অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যরীতির নাট্য বিবেচনায়। তেমনি সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক নাটক পরিলক্ষণ করে 'অন্তিমভটিমা' আখ্যান সমাপনের একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনটি নাটকে সেলিম আল দীন 'অন্তিমভটিমা' অভিধা ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য নাটকে পরিশিষ্ট বা অন্য অভিধা ব্যবহার করলেও তাতে অন্তিমভটিমার লক্ষণ বিদ্যমান।

সূত্রধার : ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সূত্রধার নাটকের শেষে যে শ্লোক পাঠ করেন, তার নাম ভরতবাক্য। ভরতবাক্য সংস্কৃত নাটকের কাহিনি সমাপন কৌশল বা উপাদান। অন্তিমভটিমা সেলিম আল দীনের আধুনিক বর্ণনাত্মক নাটকের আখ্যান সমাপনের নাট্যঅঙ্গ। শকুন্তলাকে সেলিম আল দীনের আধুনিক বর্ণনাত্মক ধারায় পূর্ণতর প্রয়োগ বিবেচনা করা যায় না। এটি বর্ণনাত্মকরীতিতে প্রবেশের প্রাথমিক ধাপ। শকুন্তলায় সংস্কৃত নাটকের ভরত বাক্যের স্থলে সূত্রধারের মুখে কাহিনি সমাপনের ঘোষণা সূচিত হয়েছে।

শ্রেণিকরণ : *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* ও *হরগজ* নাটকের কাহিনির অন্তে 'ইতি' শব্দের সাথে নাট্যরীতির শ্রেণিকরণের নামও সংযুক্ত হয়েছে। বোধ করি 'কথানাট্য' পরিভাষা বা শ্রেণি হিসেবে নবতর হওয়ার লেখক তা নাটকের শেষে সংযুক্ত করেছেন। কথানাট্যের আখ্যান বিন্যাসে কোন ভাগ উপরিভাগ নেই। একটানা আখ্যান বিন্যাসিত হয়েছে। আখ্যান বিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'দর্শকসম্ভাষণ'। কথানাট্যের কাহিনির সমাপন অংশের কোন শিরোনাম না থাকলেও সেলিম আল দীনের অন্যান্য নাটকের অন্তিমভটিমার বিষয়ের সাথে সম্যক সাদৃশ্য রয়েছে।

[**Abstract :** The practice and use of Bengali drama has a lengthy history, and no single script or book outlines its structure. One reason for this could be the play's ambiguous traditional history. The primary impediment to the development of a dramatic writing style is the identification of Liebedev's (1995) drama as the root of Bengali drama. The trend of distorting the history of Bengali plays began with the identification of the 'Kalponik Sangbadal' staged by Liebedev's Bengali Theatre as the origin. This had the most significant impact on the writing style and practice of Bengali drama. Salim Al Din refers to the period between the middle of the eighteenth and nineteenth centuries, when Britain ruled India, as the middle period of Bengali drama. From Madhya Khandan to Selim Al Din, the compositional and dramatic features of Bengali dramas follow the Western drama style. Some plays are whole, while others are fragmentary. Again, while Selim Al Din's plays are a well-researched type of Bengali drama, he did not provide a thorough dramaturgy of the work. In this case, the researchers' sources of support include Selim Al Din's plays, dramaturgy, interviews, essays, and other materials on the issue. Observing Selim Al Din's plays, the concluding episode can be identified as part of the story of modern dramatic plays. In some plays, he wrote the concluding section under the title 'Antim Bhatima' , whilst in others, the title is different, but the 'Antim Bhatima' symbol is used. The primary goal of this study is to investigate the logical basis for incorporating the final bhuti ma into the conclusion of Selim al-Din's narrative drama.]